মুজিবনগর দিবসের প্রস্তুতি পরিদর্শনে ডিসি-এসপি

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর পালন উপলক্ষে মুজিবনগর আম্রকাননে সকল প্রস্তুতি পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার মুরাদ আলী।

বৃহস্প্রতিবার বিকালে তারা মুজিবনগর সৃতিসৌধের সকল প্রস্তুতির যায়গা ঘুরে দেখেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

উল্যেখ্য,করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি এবার সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি, স্মৃতিসোধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও তিন উপজেলায় তিনটি তোরণ নির্মাণ।

মেহেরপুরে ত্রাণের দাবিতে বন্দরবাসী

মেহেরপুর সদর উপজেলা বন্দর গ্রামে ত্রানের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন কর্মহীন মানুষরা।

বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে বন্দর গ্রামের প্রায় অর্ধশত মানুষ খাদ্য সহায়তার দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে।

এ সময় গ্রামবাসীরা ত্রান বিতরনে অনিয়মের অভিযোগ করেন।

তারা আরও জানায় ঘরে ঘরে সরকারী ত্রান পৌছানোর কথা থাকলেও তাদের কাছে খোজও নিচ্ছে না।

তাদের পরিবারে যে টুকু খাবার সংগ্রহ করা ছিলো এখন তা ফুরিয়ে যাচ্ছে এতে করে তো করোনার আগেই না খেতে পেয়ে মারা যাবো।

পেটে যদি খুধা থাকে তবে করোনাকে ভয় করে কি করবো।

আর কই দিন পরে তো বৌ বাচ্চা কে নিয়ে না খেয়ে থাকতে হবে।

পুরো দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষনা

দুই-তৃতীয়াংশ জেলায় নভেল করোনাভাইরাসের দেড় হাজারের বেশি রোগী পাওয়ার পাওয়ার পর গোটা দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে সরকার।

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, “যেহেতু বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এই রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। সেহেতু সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ১১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হল।”

এর আগে ৪৩ জেলায় এই পর্যন্ত এক হাজার ৫৭২ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত করার কথা জানিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ জনের মৃত্যু ঘটে করোনাভাইরাসে, এই সময়ে আক্রান্ত হন ৩৪১ জন। একদিনে এত বেশি নতুন রোগী আর মৃত্যু বাংলাদেশকে দেখতে হয়নি।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঢাকায় ৫৪৬ জন, নারায়ণগঞ্জে ২১৪ জন, গাজীপুরে ৫৩ জন, চট্টগ্রামে ৩১ জন, নরসিংদীতে ২৮ জন, মুন্সিগঞ্জে ২১ জন, মাদারীপুরে ১৯ জন, কিশোরগঞ্জে ১৭ জন, কুমিল্লায় ১৪ জন; গাইবান্ধা ও জামালপুরে ১২ জন করে, বরিশালে ১০ জন; গোপালগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে ৯ নয় করে করোনাভাইরাসের রোগী পাওয়া গেছে।

এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৮ জন, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহে ৭ জন করে;

চাঁদপুর, নিলফামারী ও রাজবাড়ীতে ৬ জন করে; মানিকগঞ্জ ও শরিয়তপুরে ৫ জন করে; বরগুনা, নেত্রকোণা, পিরোজপুর ও রাজশাহীতে ৪ জন করে; ঝালকাঠি, শেরপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ে ৩ জন করে; ফরিদপুর, কুরিগ্রাম, লালমনিরহাট, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী ও রংপুরে ২ জন করে এবং চুয়াডাঙ্গা, কক্সবাজার, হবিগঞ্জ, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী ও সুনামগঞ্জে একজন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে।

ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে ইতোমধ্যে ৪৮টি জেলা লকডাউন করেছে প্রশাসন। এর বাইরেও কিছু উপজেলা এবং কিছু অঞ্চলে লকডাউন জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

সুত্র- বিডিনিউজ২৪

মেপ্র/এমএফআর

করোনায় পুরো দেশ ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা

করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে পুরো দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

দেশে করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১০ জনের মৃত্যুর পরই এ ঘোষণা এল। এ ছাড়া একই দিন রেকর্ড সংখ্যক ৩৪১ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করেনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রশমনে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এ ছাড়া সন্ধ্যা

৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না।

এসব নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। যুগান্তর

মেহেরপুরে করোনা মোকাবেলায় ট্রাফিক পুলিশের অভিযান অব্যাহত

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সতর্কতা অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে।

বৃহস্পতিবার বিকালে জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর হোটেল বাজার মোড়ে।

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল জানান, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছি, যারা অযথা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে তাদের মামলা দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কিছু অবৈধ যানবাহন আটক করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, যারা যথাযথ কাজের জন্য বাইরে এসেছে তাদেরকেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং তাদেরকে বাসায় যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ২ মুজতবা ট্রাফিক সার্জেন্ট নাজমুল হোসেন ট্রাফিক টিএস আই মকবুল, উত্তম, ট্রাফিক এটিএসআই জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

মেহেরপুরের ঝাউবাড়িয়া গ্রামে যুব সমাজের উদ্যোগে জীবানুনাশক স্প্রে

করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি মোকাবেলায় জন্য মেহেরপুর সদরের আমঝুপি ইউনিয়নের ঝাউবাড়িয়া গ্রামে যুব সমাজের এর উদ্যোগে গ্রামের সকল রাস্তা,দোকান, মসজিদ জীবানুনাশক ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়েছে।

সেই সাথে সমাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকানগুলোতে রং দিয়ে গোলক চিহ্ন করে দেয়।এসময় সেখানে যুব সমাজের সকলে উপস্থিত ছিল।

সেই সাথে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি মোকাবেলায় জন্য মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের ঝাউবাড়িয়া গ্রাম সহ কুতুবপুর ইউনিয়নের সুবিপুর মোড় বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ পথ অলিখিত লকডা্কউন।, ◌্সাথে সমাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বলে তারা।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি মোকাবেলা, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে অলিখিত লকডাউন করেছে এলাকার যুব সমাজ।

নারায়নগঞ্জ থেকে পাঁচ দিনে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা মানুষদের নিয়ে আতংকে আছেন চুয়াডাঙ্গার সচেতন মানুষরা। এদের মাধ্যমেই চুয়াডাঙ্গায় করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা করছেন অনেকে। এ দুটি জেলা থেকে অনেকেই চুয়াডাঙ্গায় ফিরে ঘরে না থেকে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ দিনে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন। তাদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ৩৯৭ জন। নতুন কেউ আক্রান্ত জেলা থেকে এলেই তাকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, অতি সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামে নারায়নগঞ্জ থেকে আসেন এক যুবক। এসেই সে গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার আত্মগোপনে থাকার কারণে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আতংক। পৌর এলাকার মুন্সীপাড়ার এক যুবকও নারায়নগঞ্জ থেকে এসে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, জেলা প্রশাসন কঠোর অবস্থানে আছে। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা কাউকে কোনোক্রমেই ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। তাদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হবে। কেউ গোপনে এসে থাকলে প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

পানি সংকটে চুয়াডাঙ্গা পৌরবাসী

করোনা সংকটের মধ্যেই নিত্য প্রয়োজনীয় পানি নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বাসিন্দারা। পৌরসভার সরবরাহ করা পানি পাচ্ছে না অনেক পৌরবাসী। এতে দেখা দিয়েছে সীমাহীন দূর্ভোগ। খাওয়ার জন্যও পানি পাচ্ছেন না অনেকেই। অনেককে পাশের কারো বাড়ি থেকে টিউবওয়েলের পানি এনে প্রয়োজন মেটাতে হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা সূত্র জানায়, গত ১০ এপ্রিল মাস্টারপাড়ার পানির পাম্পটি পুড়ে যায়। এর পর থেকে পৌর এলাকার মাস্টারপাড়া, শেখপাড়া, বাজারপাড়া, মল্লিকপাড়া, ফেরীঘাট রোড প্রভৃতি এলাকার মানুষ প্রয়োজনীয় পানি পাচ্ছে না। অন্য এলাকার পাম্প থেকে এসব এলাকায় পানি সরবরাহ করতে গিয়ে পুুরো পৌরএলাকার মানুষ এখন পড়েছেন পানি সংকটে।

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় রয়েছে ৯টি পানির পাম্প। এর মধ্যে গত ১০ এপ্রিল থেকে মাস্টারপাড়ার পানির পাম্পটি পুরোপুরি অকেজো। বাকি আটটি পাম্পের মধ্যে অন্য চারটিও প্রায় অচল। ফলে চারটি দিয়ে কোনোরকমে পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ অবস্থায় সব এলাকাতেই পর্যাপ্ত পানি পৌছাচ্ছে না।

চুয়াডাঙ্গা মাস্টারপাড়ার গৃববধু আকলিমা খাতুন জানান, শুনেছি আমাদের পাড়ার পাম্পটি পুড়ে গেছে। সকালে খুব সামান্য পানি আসে। দুপুরে, বিকেলে ও রাতে পানি পাওয়া যায়না। আমরা খুবই পানির কস্টে আছি।

চুয়াডাঙ্গা শেখপাড়ার মাবুদ সরকার বলেন, বেশিরভাগ মানুষ পৌরসভার সরবরাহ করা পানি ফিল্টার করে পান করে থাকে। করোনা ভাইরাসের কারণে বলা হচ্ছে, ঘন ঘন সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে। পানি না পেলে মানুষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে কি করে?

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী (পানি) এএসএম সাইদুর রশিদ জানান, ইদানিং বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজ দেখা দিয়েছে। লো- ভোল্টেজের কারণে গত ১০ এপ্রিল মাস্টারপাড়ার পাম্পটি পুড়ে গেছে। করোনাভাইরাসের কারণে সবকিছু বন্ধ থাকায় তা মেরামতেও দেরি হচ্ছে। বাকি যে আটটি পাম্প রয়েছে তা লো-ভোল্টেজের কারণে চালানো যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা ওজোপাডিকোর বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ ময়নুদ্দিন বলেন, ৩৩ কেভি বিদ্যুত পাওয়ার কথা। আমরা পাচ্ছি ২৫-২৬ কেভি। এতে লো-ভোল্টেজ হচ্ছে। এই সমস্যা আগে থেকেই রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার বড়বাজার কাঁচাবাজারে নিরাপদ দূরত্ব

কিছুতেই মানা হচ্ছে না

ঘরে থাকুন, নিরাপদে থাকুন-বলা হলেও তার বাস্তবায়ন নেই চুয়াডাঙ্গায়। বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারের নিচের বাজারে গেলে প্রতিদিন চোখে পড়ে জটলা পাকিয়ে কেনাকাটার দৃশ্য। দেখে মনে হতে পারে, করোনা সতর্কতার বিষয়টি ভুলে গেছে মানুষ। মাঝেমধ্যে পিপিআই পড়ে আসা কয়েকজনকে ভীড়ের মধ্যে দাড়িয়ে হ্যান্ড মাইকে মানুষকে সতর্ক করতে দেখা গেছে। বাজারে ভিড় কমানোর অন্য কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

নিচের বাজারে কেন এতো ভীড়? এমন প্রশ্নের জবাবে হাজরাহাটি গ্রামের হযরত আলী জানান, শহরের মানুষতো বটেই, গ্রামের মানুষও এই বাজারে আসে। এর কারণ হলো, চুয়াডাঙ্গার নিচের বাজারে চাল, ডাল, তেল, সাবান, মাছ, মাংস, মুরগি, সব ধরণের সবজি পাওয়া যায় একই বাজারে। এখানে এলে মানুষ সবকিছু পেয়ে যাচ্ছেন। এজন্য এই বাজারে এতো ভীড়।

চুয়াডাঙ্গা শহরের মুক্তিপাড়ার বাসিন্দা বদর উদ্দিন জানান, নিচের বাজারে পাকা কলার হাট বসে। পাকা কলা কেনার জন্য নিজের বাজারে গিয়ে প্রচন্ড ভীড় দেখেছি। ভীড় দেখে মোটরসাইকেলে বসেই কোনোরকমে কলা কিনে ফিরে এসেছি। এখান থেকে শহরের কোনো মাঠে সবজি বাজারটি উঠিয়ে নিয়ে গেলে অনেক ভীড় কমে যাবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের করোনাভাইরাস কন্ট্রোলরুমের দায়িত্বে থাকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমজাদ হোসেন জানান, মানুষ সচেতন না হলে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা কঠিন। তারপরও নিচের বাজারটি টাউন মাঠে নিয়ে আনার চিন্তাভাবনা আছে। তাহলে সামাজিক দূরত্ব অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে।

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন

করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। আজ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল সার্জন।

আজ বৃহস্পতিবার ২২ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে বুধবার পর্যন্ত রিপোর্ট এসেছিল ৮৪ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৬ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।